বইয়ের আলমারিগুলো কোথায় গেল

ইমদাদুল হক মিলন

গভীর রাতে ঘুম ভেঙেছে।

চোখ খুলতেই চোখে লাগল হারিকেনের নরম আলো। এত রাতে এই আলো থাকবার কথা না। লেখাপড়া শেষ করে শুয়ে পড়ার সময় হারিকেন আমরা নিভিয়ে রাখি। তেলের অপচয় করা যাবে না। আমার অবশ্য অন্য একটা অসুবিধাও আছে। চোখে আলো লাগলে ঘুমাতে পারি না।

হারিকেনের আলোর কারণেই কি তাহলে ঘুম ভেঙেছে?

আমার পাশে শুয়ে আছেন হামিদ মামা। বহু বহু বছর আগের কথা। হামিদ মামা পড়েন ক্লাস নাইনে। আমি তখনো স্কুলে ভর্তি হয়নি। থাকি বিক্রমপুরের মেদিনীমণ্ডল গ্রামে, নানাবাড়িতে। আব্বা ঢাকা থেকে স্লেট-পেনসিল আর সীতানাথ বসাক প্রণীত হলুদ মলাটের একখানা 'আদর্শলিপি' কিনে পাঠিয়েছেন। আমার মায়ের কোনো আপনভাই নেই, হামিদ মামা হচ্ছেন মায়ের চাচাতো ভাই। আমাকে জান দিয়ে ভালোবাসেন। সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা হামিদ মামা তাঁর ঘরে আমাকে পড়তে বসান। আদর্শলিপি থেকে অ আ পড়ি, স্লেটে বড় বড় করে অ আ লিখে দেন হামিদ মামা, সেই অ আ'র ওপর পেনসিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখা শিখি। বিক্রমপুর অঞ্চলে এইভাবে লেখা শেখা ব্যাপারটিকে বলা হতো 'হাত ঘুরানো'। হামিদমামার ঘরটা আমার খুব পছন্দ। টিনের ছিমছাম সুন্দর ঘর। সামনে চওড়া বারান্দা। ঘরের ভেতর একপাশে পুরনো আমলের একটা খাট। হামিদ মামার পড়ার টেবিল-চেয়ার খাটের পাশে। আরেকপাশে মোটা কাচ বসানো পাল্লার একটা বইয়ের আলমারি। পেছন দিককার জানালার পাশে গন্ধরাজ বেলি হাস্নাহেনা শিউলি এইসব ফুলের ঝাড়। বছর ভরই ফুটছে কোনো না কোনো ফুল। হাওয়ায় হাওয়ায় বাড়িময় ছড়াচ্ছে ফুলের গন্ধ। আমি সারাক্ষণ আছি হামিদ মামার সঙ্গে। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'র ছোট্ট ছেলেটির মতো। রামকাকার সারাক্ষণের সঙ্গী। রাতে গিয়েও গুটি গুটি পায়ে ঢুকি হামিদ মামার ঘরে। তার সঙ্গে ঘুমাই।

সেই রাতে ঘুম ভাঙার পর দেখি বিছানার পাশে পড়ার চেয়ারটা এনে রেখেছেন হামিদ মামা। সেই চেয়ারে জ্বলছে হারিকেন। হারিকেনের আলোয় বই পড়ছেন মামা। আমি অবাক। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তো দেখলাম পড়ার টেবিলে বসে পড়ছেন মামা। কখনও আবার বিছানায় শুয়ে পড়তে শুরু করেছেন? এখন তো কোনো পরীক্ষাও নেই, তাহলে রাত জেগে পড়ার কী আছে?

মামাকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, স্কুলের বই পড়ছি না। নভেল বই পড়ছি।

নভেল শব্দটার মানে ওই বয়সে পুরোপুরি জানি না। তবে শব্দটা খুব পরিচিত। হামিদ মামাদের বয়সী গ্রামের অনেক ছেলেই নভেল পড়ে। কে কোন নভেল পড়ছে ওই নিয়ে আলোচনাও করে নিজেরা। গার্জিয়ানরা নভেল পড়া পছন্দ করেন না। তাঁদের ধারণা, নভেল পড়লে উচ্ছন্নে যায় ছেলেমেয়েরা। অল্প বয়সে পেকে যায়। আমার নানাবাড়িতেও একই অবস্থা। নভেল-জাতীয় বই পড়তে হয় লুকিয়ে লুকিয়ে। হামিদ মামা সেই কাজটাই করছেন।

একটা করে ওরকম নভেল পড়তেন হামিদ মামা আর গল্পটা আমাকে বলতেন। প্রথমে যে বইয়ের গল্প তিনি আমাকে বলেছিলেন, বইটির নাম 'রামের সুমতি'। শুনে এত মুগ্ধ হয়েছিলাম, এখনো দূর শৈশব থেকে ভেসে আসে সেই মুগ্ধতার সুবাস।

শরৎচন্দ্র ছিলেন হামিদ মামার প্রিয় লেখক। শ্রীকান্ত, দেবদাস, বড়দিদি, দত্তা এসব বই পড়ে পড়ে গল্পগুলো তিনি আমাকে শোনাতেন। তাঁর বইয়ের আলমারিতে পাঠ্যবইয়ের আড়ালে লুকানো থাকত নজিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি' ইত্যাদির পাশাপাশি মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'। এই মহান গ্রন্থ পড়তে পড়তে হামিদমামাকে আমি কাঁদতে দেখেছি। তাঁর মুখে 'বিষাদসিন্ধু'র কাহিনী শুনে আমিও কেঁদেছি।

সেই সময় গ্রামের প্রতিটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে অন্য আসবাবপত্রের সঙ্গে অবধারিতভাবে থাকত একটা বইয়ের আলমারি। ধর্মীয় বই কিছু না কিছু থাকতই। মুসলমান বাড়িতে 'বিষাদসিন্ধু' একখানা থাকতই।